

আল্লাহ তাঁর ‘আরশের উপর রয়েছেন, তবে
জ্ঞানের মাধ্যমে তিনি আমাদের সাথে আছেন

اللَّهُ مُسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ وَقَرِيبٌ مِّنَّا بِعِلْمِهِ

<Bengal - বাংলা - بنغالي>



শাইখ আব্দুর রহমান আল-বাররাক

الشيخ عبد الرحمن البراك



অনুবাদক: সানাউল্লাহ নজির আহমদ
সম্পাদক: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

ترجمة: ثناء الله نذير أحمد
مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

আল্লাহ ‘আরশের উপর রয়েছেন, তবে জ্ঞানের মাধ্যমে তিনি আমাদের সাথে আছেন

প্রশ্ন: আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [المعارج: ৫]

“ফিরিশতাগণ ও রুহ এমন এক দিনে আল্লাহর পানে উর্ধ্বগামী হয়, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর”। [সূরা আল-মা‘আরিজ, আয়াত: ৪] এ আয়াত কি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা‘আলা ‘আরশে থেকে দুনিয়াবী কার্যাদি সম্পাদন করেন? যদি এ এরূপ হয়, তাহলে কিভাবে তিনি গলার ধমনীর চেয়েও আমাদের নিকটবর্তী?

উত্তর: আল-হামদুলিল্লাহ।

কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত যে, আল্লাহ তা‘আলা আসমানসমূহের উর্ধ্ব ‘আরশে আরোহণ করেছেন, তিনি সর্বোচ্চ ও মহান। তিনি সবার উপরে, তার উপরে কিছু নেই। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ [السجدة: ৫]

“আল্লাহ, যিনি আসমান ও যমীন এবং এ দু’য়ের মধ্যে যা কিছু আছে, তা ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি ‘আরশের উপর উঠেছেন। তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য কোনো অভিভাবক নেই এবং নেই সুপারিশকারী। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না”? [সূরা আস-সাজদাহ, আয়াত: ৪]

অপর আয়াতে তিনি বলেন:

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ﴾ [يونس: ৩]

“নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ। যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, তারপর ‘আরশের উপর উঠেছেন। তিনি সব বিষয় পরিচালনা করেন”। [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৩]

অপর আয়াতে তিনি বলেন:

﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر: ১০]

“তাঁরই পানে উত্তীর্ণ হয় ভালো কথা আর নেক আমল তা উন্নীত করে”। [সূরা ফাতির, আয়াত: ১০]

অপর আয়াতে তিনি বলেন:

﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الحديد: ৩]

“তিনিই প্রথম ও শেষ এবং সব কিছুর উপরে ও সব কিছুর নিকটে। আর তিনি সকল বিষয়ে সম্যক অবগত”।

[সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ৩]

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

﴿وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ﴾

“আপনিই সবকিছুর উপরে, সুতরাং আপনার উপরে কিছু নেই”। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭১৬) এ বিষয়ে আরো অনেক আয়াত ও হাদিস রয়েছে, এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন যে, তিনি বান্দার সাথে আছেন, যেখানেই তারা থাকুক। যেমন, তিনি বলেন:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾ [المجادلة: ৭]

“তুমি কি লক্ষ্য কর নি যে, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে নিশ্চয় আল্লাহ তা জানেন? তিনজনের কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসেবে আল্লাহ থাকেন না, আর পাঁচ জনেরও হয় না, যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি থাকেন না। এর চেয়ে কম হোক কিংবা বেশি হোক, তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন, তারা যেখানেই থাকুক না কেন।” [সূরা আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ৭] বরং একই আয়াতে তিনি বলেছেন ‘আরশের উপরে আছেন, আবার বান্দার সাথেও আছেন। যেমন, তিনি বলেন:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [الحديد: ৬]

“তিনিই আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি ‘আরশের উপর উঠেছেন। তিনি জানেন যমীনে যা কিছু প্রবেশ করে এবং তা থেকে যা কিছু বের হয়; আর আসমান থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয় এবং তাতে যা কিছু উত্থিত হয়। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা”। [সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ৪]

আল্লাহ বান্দার সাথে আছেন অর্থ এ নয় যে, তিনি মখলুকের সাথে মিলিত, বরং তার অর্থ তিনি জ্ঞান ও ইলমের দ্বারা বান্দার সাথে আছেন, তিনি ‘আরশের উপরে রয়েছেন, কিন্তু বান্দার কোনো আমল তার নিকট গোপন নয়। আর তিনি যে বলেছেন:

﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق: ১৬]

“আর আমরা তার গলার ধমনী হতেও অধিক কাছে”। [সূরা কাফ, আয়াত: ১৬] অধিকাংশ মুফাসসির এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেছেন: এখানে উদ্দেশ্য ফিরিশতাদের সাথে আল্লাহর নৈকট্য, যারা বান্দার আমল সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত। আর যারা বলেছেন, এখানে উদ্দেশ্য বান্দার সাথে আল্লাহর নৈকট্য, তারা এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন আল্লাহর ইলম ও জ্ঞান, অর্থাৎ আল্লাহ ইলম ও জ্ঞান দ্বারা বান্দার নৈকট্যে আছেন। যেমন, ‘আল্লাহ বান্দার সাথে আছেন’ অর্থের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। এটাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামা‘আতের অভিমত। তারা বিশ্বাস করেন আল্লাহ ‘আরশের উপর আছেন (বাস্তবিকই), অনুরূপ তিনি বান্দার সাথেও আছেন (জ্ঞানে)। তারা বিশ্বাস করে যে মখলুকের সাথে একাকার কিংবা মখলুকের মাঝে বিলিন হওয়া থেকে আল্লাহ পবিত্র। যারা আল্লাহর সীফাতকে অস্বীকার করে, যেমন জাহমিয়া ও তাদের অনুসারীগণ আল্লাহর ‘আরশে উঠা ও মখলুকের উপর উর্ধ্ব তাঁর অবস্থানকে অস্বীকার করে। তারা বলে: আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। আল্লাহ তাদেরকে হিদায়েত করুন।

موقع الإسلام سؤال وجواب: সূত্র: